R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No./MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই ফাল্গুন, ১৪১৭।
২রা মার্চ ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমার ছ'টি বিধানসভা আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা লড়ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলায় বাড়তি তিনটি বিধানসভা আসন রেজিনগর, রাণীনগর এবং রঘুনাথগঞ্জ। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ১০টা অঞ্চল ছাড়া সুতী-১ এর নুরপুর এবং লালগোলা ব্লকের ময়া, মোট ১২টা অঞ্চল নতুন বিধানসভা রঘুনাথগঞ্জ আসনের পরিধি। অন্যদিকে জঙ্গিপুর বিধানসভার মধ্যে থাকছে পুরসভার ২০টি ওয়ার্ড ছাড়া রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ৬টি এবং সুতী-১ ব্লকের বংশবাটী ও আহিরণ। মোট ৮টি অঞ্চল। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকায় আর.এস.পির বিধায়ক আবুল হাসনাৎ-এর নাম থাকছে। ঐ কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে পূর্বতন কংগ্রেস বিধায়ক হাবিবুর রহমানের ছেলে, বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামানের নাম উঠে আসছে। জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর নাম বিশেষভাবে শোনা যাচ্ছে। এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছাও তাঁর প্রবল বলে ঘনিষ্ট মহলের খবর। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে দলের সিদ্ধান্তের ওপর। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থীর তালিকায় মহঃ সোহরাবের পাল্লা ভারী। সুতী কেন্দ্রে বামফ্রন্টের আর.এস.পির বিধায়ক জানে আলাম মিয়া থাকছেন। তাঁর বিপক্ষে কংগ্রেস প্রার্থী পূর্বতন বিধায়ক হুমায়ুন রেজা। অরঙ্গাবাদের পরিবর্তে (শেষ পাতায়)

সদ্য নির্মিত স্কুল ছাদ ধসে পড়ুয়ারা আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুবাজারের শ্রীশ্রীবৃন্দাবনবিহারী প্রাইমারী স্কুলের সদ্য নির্মিত দোতলার বারান্দার ছাদ গত ২৫ ফেব্রুয়ারী সকালে সম্পূর্ণ ধসে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিন ছাত্রী রিঙ্কু, পায়েল ও মৌসুমী এবং ছাত্র রাজকুমার আহত হয়। জানা যায়, সর্বশিক্ষা মিশনের বরাদ্দ এক লক্ষ পয়ষট্টি হাজার টাকায় সিঁড়ি ও দোতলায় দুটো ঘর নির্মাণের কাজ চলছিল। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামত অগ্রাহ্য করে দশ দিনের মাথায় ঢালায় খুলতে গিয়েই নাকি এই বিপত্তি। আহত ছাত্রদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে তিনজনকে ভর্তি করে নেয়া হয়। এর মধ্যে পায়েলের আঘাত গুরুতর। স্কুল বিল্ডিং এর কাজে নিম্নমানের ইট ও সিমেন্ট-রড ব্যবহার হয়েছে বলে এলাকার মানুষ অভিযোগ করেন। প্রত্যেকেই প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর সেখের দিকে সন্দেহের আঙ্গুল তোলেন। কেননা এই কাজের দেখাশোনার দায়িত্বে দিলেন ঐ ওয়ার্ডের পুর কাউন্সিলার ও স্কুল প্রধান শিক্ষক। এই ঘটনায় দুটো অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে এবং পুলিশ এসে স্কুল বিল্ডিং শীল করে গেছে। এই নির্মাণ কাজ দেখাশোনার জন্য সর্বশিক্ষা মিশনের একজন এ্যাসিঃ ইঞ্জিনিয়ার এখানে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের পুকুর চুরি কেমন করে সম্ভব হ'ল তদন্ত সাপেক্ষ। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর সাহেবের অসততার বহু ঘটনা আজও লোকের মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ২০০০ সালের বন্যার সময় তিনি বাসুদেবপুর (শেষ পাতায়)

ট্রান্সফর্মা চুরিতে জলের লাইন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের প্রয়োজনে পি.এইচ.ই. দপ্তর তিনটি ট্রান্সফর্মা চালু রাখে। ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করে এলাকার মানুষের চাহিদা মেটানো হয়। এর মধ্যে দীঘির শেষ সীমানার ট্রান্সফর্মাটি মাস দু'য়েক আগে চুরি হয়ে যায়। এখনও নতুন ট্রান্সফর্মা লাগানো না হওয়ায় জলের যোগান হ্রাস পেয়েছে। মানুষকে দু'বেলা লাইন দিয়ে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে শীত না কমতেই জলস্তর নামতেই শুরু করেছে। যার ফলে গ্রামের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বসন্ত বাতাসে ভোটের মুকুল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজনৈতিক দলগুলির মিটিং মিছিলে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে মাইক ব্যবহার করতে না পারলেও দেওয়াল ঘেরা ও বুথ কমিটি গঠনের তোরজোর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ভোট দোরগোড়ায়। তার ওপরে ইদানিং আধা সামরিক বাহিনী রাস্তায় ঘোরাঘুরি শুরু করেছে, মন্ত্রীরা যাতায়াত করছেন, উদ্বোধনের হিড়িকও লেগেছে। প্রার্থী নির্বাচনের প্রাথমিক কাজও প্রায় শেষ।

রঘুনাথগঞ্জ প্ল্যান্টের পরিস্রুত জল মার্চেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর ও তার আশপাশের কয়েকটি অঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি বৃহৎ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রঘুনাথগঞ্জে তৈরী হয়েছে। চলতি মার্চেই শহর এলাকায় ঐ প্ল্যান্ট থেকে পরিস্রুত জল চালু করা হবে। পরবর্তীতে বাকি এলাকাগুলোতে দেয়া হবে। এ খবর জানান বর্তমান পুর বোর্ডের অন্যতম সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪১৭

'অন লাইন' লটারি ঃ সর্বনাশা নেশা

যে কোন নেশা মানুষকে নেশারু করিয়া তোলে। নেশার ফলে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়, নিজের জীবনে, পরিবারের জীবনে বিপর্যয় ডাকিয়া আনে। সমাজও তাহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মদের নেশা, জুয়ার নেশা এমনি এক ভয়াবহ রোগ। রেসের মাঠে ঘোড় দৌড়ের বাজিও এমনি এক প্রকার জুয়া। এই জুয়ার ছলনায় পড়িয়া কত ধনী নির্ধন হইয়াছে, পথে বসিয়াছে তাহার সীমা নাই। নেশা মাত্রই ঘৃণার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেশ কিছু দিন যাবৎ এ রাজ্যে চলিয়াছে এক জাতীয় জুয়া খেলা। সাধারণ্যে 'অন লাইন' লটারি নামে তাহা অতি পরিচিত। এই জাতীয় ব্যবসা এখন পথে ঘাটে, রাস্তার মোড়ে, বিভিন্ন ঠেকে রমরমাভাবে চলিতেছে। ইহার অমোঘ আকর্ষণের শিকার হইতেছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আর সমাজের দুর্বলতম দরিদ্র মানুষেরা। তাৎক্ষণিক লাভের প্রত্যাশায় তাহারা এই লটারির খেলায় নিজেদের ভাগ্যকে যুক্ত করিতে যাইয়া ভাগ্যের বিড়ম্বনাকে ডাকিয়া আনিতেছে। এক সময় এখানে ওখানে গজাইয়া উঠা চিট্‌ফাণ্ডগুলির মত এই লটারির খেলা সমাজের আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। আর ইহাদের হাতছানিতে নেশাগ্রস্তের মত ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, সমাজের গরীব গুর্বো মানুষেরা। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। দিনের রোজগার লটারির পিছনে ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে বহু মানুষ। তাহারা কেহ রিক্সা টানিয়া সংসার চালায়, মজুরের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। এমন ঘটনা শোনা যায় কেহ কেহ নাকি ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হইয়া আত্মহননের পথও বাছিয়া লইতেও দ্বিধা করেননি।

যে কোন লটারি এক বিষয়বস্তু। আকর্ষণও দুর্নিবার। বিশেষ করিয়া অভাবী মানুষের কাছে। তাহারা ভাগ্যের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া আশার ছলনায় ছুটিয়া যায়। একটি সংবাদ সূত্রের খবরে প্রকাশ – আমাদের রাজ্যে ৯০ কোটির মত এই ব্যবসা চলে। ইহা হইতে প্রমাণিত কত মানুষই এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সব খোয়াইয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে।

এই প্রবণতা মোটেই সমাজ শরীরে সুখকর বা স্বাস্থ্যকর নহে। অনেকের ধারণা 'অন লাইন' লটারি সাধারণ মানুষকে জুয়ারি গড়িয়া তুলিতেছে। 'অন লাইন' লটারির দিনে একাধিকবার খেলা হয়। সাধারণ মানুষ হরিণী নেশায় বিভ্রান্ত হইয়া এই জাতীয় লটারির খপ্পরে পড়িয়া সব হারাইয়া পথে বসিতেছে। মনে হয় সমাজ দেহের সুস্থতা এবং স্থিতিশীলতা অক্ষত এবং অব্যাহত রাখিতে লটারির মত এই জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করা অতি প্রয়োজন।

বিজয়ার বিপত্তি

অনুপ ঘোষাল

এবার দেরীতে পুজো হওয়ার দরুণ বাপের বাড়ির জন্য দুর্গার বড্ড মন করছিল। গতবার পাঁচ দিন থাকা গিয়েছিল। এবারকার শেষ অক্টোবরের শীত শীত নবমীর রাত পার করে বিজয়া-দশমীর ভোরে ভলান্টিয়াররা প্যান্ডেলে যখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন, বেদীর ওপর দেবীর ঠোঁট নড়ে উঠল। জননী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'গনশা পুজোতে নৈবদ্য আর ধূপধুনোয় আরামসে কাটছিল দিনগুলো। ফের কৈলাশে ফিরে সেই হাঁড়ি ঠেলা, অনটন। ভূতের কেত্তন আর তোর বাবার কলকের টান। আরো কটাদিন এখানে থেকে গেলে কেমন হয় ?'

গনেশ শুঁড় উঁচিয়ে বলল, 'আগে এত রেস্ট্রিকসান ছিল না। কত প্যান্ডেলে পনেরো দিনও থেকে গেছি, মনে আছে মা ? ইদানিং বঙ্গপুলিশ বড্ড কড়াকড়ি করছে। বিসর্জন দষ্টমীতেই মাস্ট। গতবারের মত পঞ্জিকার কেরামতিতে এবার পাঁচ দিনও থাকার যো নেই। এরা আজ ডোবাবেই।'

লক্ষী সরস্বতী আর কার্তিক মার কথায় অবাক। দুর্গা বললেন, 'বাঙালি ডোবাবার চানস্ পেলে কি আর ভাসায়। এদের হাড়েহাড়ে চিনি। ডোবাক। আমরা ছদ্মবেশে গঙ্গা থেকে উঠে আসব। কটাদিন প্যান্ডেলেই আটকে ছিলাম, দেশটা একটু ঘুরেফিরে দেখা হল না। হাজার হোক বাপের বাড়ি।'

সরস্বতী বলল, 'ভালই হবে মা। আমার বীণাটা এসপ্লানেডের মিউজিক সেন্টারে নতুন তারে একটু বেঁধে নেব, সুরগুলো পিছলে যাচ্ছে।' লক্ষী বলে, 'শাড়ি পরতে পরতে বোর হয়ে গেলাম। নিউ মার্কেট থেকে তাহলে ক'সেট কুর্তা-পাজামা আর জিন্‌স্-টপ্ কিনে নিতাম। সামনের বছর বেদিতে ওঠার সময় আমি আর সরোদিদি দুজনেই সালোয়ার কামিজ পরব মা, বেশ ?'

কার্তিক এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে একটু বদমেজাজি। দেব সেনাপতি বলল, 'অদ্ভুত কথা তোমার মা ! আবার কটাদিন এখানে থাকতে আমার বয়ে গেছে। থাকো তোমরা। আমি ময়ূর উড়িয়ে বেরিয়ে যাব। মর্তে মানুষ থাকে, ছিঃ।'

বাপের বাড়ির বদনামে পার্বতীর মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে, 'তবে মানুষ কোথায় থাকে, স্বর্গে ? দেবতা হয়ে তোর খুব পায়াভারি হয়েছে। মানুষের ভক্তিতেই আমরা দেবদেবী। ভক্তি উবে গেলে আমরাও ভ্যানিশ !' কার্তিক মিন্‌মিন্ করে, 'যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু বাপি সোমবার একাদশীর ভোরে আমাদের কৈলাশে দেখতে না পেলে কেলোর কীর্তি করবে কিন্তু! পিতৃদেবের মেজাজ তো জান, দক্ষযজ্ঞের কথা মনে আছে ? কৈলাশে এখন টেলিফোন যায় নি যে এখনই খবর দিয়ে দেবে।'

দুর্গা জোড়া হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'মহাদেব অন্তর্যামী ঠিক জানতে পারবেন, ভাবিস নি।'

বাবুঘাটের গঙ্গায় সন্ধেবেলা পুলিশ পাহারায় ঝপাঝপ্ বিসর্জন হয়ে গেল। আর দেবদেবীরা টপাটপ্ ছদ্মবেশে উঠে এলেন। ডুবে গেল শুধু অসুর। এক অসুর জলে গলে গেল ঠিকই, কিন্তু সহস্র অসুর কিল্‌বিল্ করছে ধরাধামের অলিতেগলিতে। তাদের হাত থেকে রেহাই কই ?

ঘাট ছেড়ে, মা বিজয়া চার পুত্রকন্যাকে নিয়ে রাস্তার জ্যাম পেরিয়ে ইডেন গার্ডেনে একটু বসলেন হাওয়া খেতে। সেখানে প্যাগোডার পিছনে দুই গেঁজেল বিজয়াদশমী উপলক্ষে কিঞ্চিৎ মৌজে মত্ত ছিল। প্রৌঢ়া এবং তাঁর দুই পুত্রকে অগ্রাহ্য করে ফর্সাফর্সা দুই তরুণী দর্শনে তাদের ধোঁয়াচ্ছন্ন হৃদয় আচম্বিতে পুলকিত। দুই আঙুল জিভের নিচে সেঁটে সাঁই সাঁই করে দুজোড়া সিটি মেরে তারা আহ্লাদ প্রকাশ করল। এমন শব্দ দেবদেবীর দল কখনো শোনে নি।

দুর্গা একটু এগিয়ে দুজনকে বললেন, 'ভারি অদ্ভুত শব্দ তো, শিঙার চেয়েও চোখা ! আর একবার শোনাও তো বাছা।' তারা উৎসাহিত হয়ে আরো কয়েকবার সেই কর্ণবিদারক আওয়াজ উৎপন্ন করল, উল্লাসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।

দুর্গা বললেন, 'গাঁজার ধোঁয়ায় চারিদিক মাৎ করে রেখেছে বাপেরা, তোমরা কি দেবাদিদেবের চ্যালা ? উনিও এমন বুঁদ হয়ে থাকেন সব সময়।'

বড় গেঁজেল আকাশ থেকে পড়ে শুধোল, 'হু ইজ দেবাদিদেব ? আমরা দুজন ফাট্টিদার চ্যালা। শ্মশানে শ্মশানে চ্যালাকাঠ সাপ্লাই করে দুপয়সা কামাই। মরে গেলে বলবেন, সস্তায় পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেব।'

ফাট্টিদা ? মনে পড়েছে। তমালতলার বিখ্যাত তোলাবাজ। ইদানিং কাউন্সিলার। এবং কর্পরেশন পরিচালিত শ্মশানঘাটের ঠিকেদার। জগন্মাতা পুত্রটিকে চিনতে পারলেন, ক'বছর আগে মানস সরোবর যাত্রার নামে কৈলাসে গিয়ে ঝামেলা পাকিয়েছিল।

যাইহোক, ফাট্টির চ্যালাদ্বয় চ্যালাকাঠের পেমেন্ট পেয়ে পকেট গরম হতেই হাওয়া এবং ধোঁয়া পান করতে প্যাগোডার পিছনে। ছদ্মবেশী কন্যাদুটিকে তাদের চোখে ধরেছে। সিটিগুলো সেই উদ্দেশ্যেই। দুজনে ভাবছিল, এই মহিলা আর সঙ্গের ছোঁড়াদুটো কাবাব মে হাড্ডির মত হাজির। অসহ্য। ফাট্টির চ্যালাদের পকেটে চাকু মজুত থাকে, ঝোলায় দুচার গোল্লা পেটোও।

ছোট গেঁজেল একটু বেশী আক্রমণাত্মক। যে একটা লম্বা সিটি মেরে মুখ থেকে হাত নামিয়ে চাকু ধরে মহামায়ার সামনে এগিয়ে গেল, 'মা জননী, এবার ঐ গাণ্ডুদুটোকে নিয়ে ফুটে যান। আমরা একটু ফূর্তি করব। কন্যেদুটি ফেরত পাবেন ঘন্টাখানেজ বাদে। ওকে ?'

সরকারের কড়া আইন। প্রকাশ্যে ফস্টিনস্টি নিষিদ্ধ। আলো আঁধারির ভিতর থেকে তিন-তিনবার সিটির আওয়াজ আসতেই সিটির আইনরক্ষক দুই কর্তব্যপরায়ণ কনেস্টবল ইয়া গোঁফ পাকিয়ে হাজির। আর ভয় নেই মা জননীদের।

(৩য় পাতায়)

বহরমপুর মর্গের বেসামাল অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : কিছুদিন ধরে বহরমপুর মর্গে বেশ কিছু বেওয়ারীশ লাশ জমা থাকায় ভয়ানক দুর্গন্ধে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী হয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষ ভীষণ ক্ষুব্ধ। স্থানীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য বহরমপুরের আই.সি.-কে রিপোর্ট চাইলে তিনিও সে কথা স্বীকার করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেন। ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১৩৩/এস.১৩৮ ধারামতে ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথ ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সংবাদ। জেলা তথ্য দপ্তর সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়।

কবি মণীশ ঘটকের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুরের মণীশ শিশু উদ্যান প্রাঙ্গণে গত ১০ ফেব্রুয়ারী কবি মণীশ ঘটকের জন্মদিন পালন করা হয়। শিশুদের নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে এলাকাটা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মণীশ ঘটকের সাহিত্য ও কবি প্রতিভা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন প্রাক্তন অধ্যাপক আবুল হাসনাৎ।

কংগ্রেসের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী '১১ স্থানীয় কংগ্রেস কার্য্যালয়ে এক রক্তদান শিবির খোলা হয়। সেখানে ৩৩ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। এদের মধ্যে দু'জন মহিলা ছিলেন।

তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উল্লাস

নিজস্ব সংবাদদাতা : নয়া রেল বাজেটে জঙ্গিপুর থেকে শেয়ালদা ছাড়া লালগোলা – শেয়ালদা এবং আজিমগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি হাওড়া নতুন ট্রেণ ঘোষণায় মহকুমার তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে এলাকায় এলাকায় উল্লাস দেখা দেয়। ২৬ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর রোড স্টেশনে সকালের ট্রেনগুলোর ড্রাইভার ও প্যাসেনজারদের মিস্টিমুখ করান ও আবির মাখান তৃণমূল কর্মী ও নেতারা। স্থানীয় ব্যবসাদারদের প্রয়োজনে জঙ্গিপুর থেকে গোহাটী ও দিল্লীর ট্রেন চালুর দাবী জানান কয়েকজন যাত্রী তৃণমূল নেতাদের কাছে।

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

" দুনিয়া " প্রকাশের মুখে

যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর সংবাদ-এ প্রকাশিত 'নতুন মলাটে পুরাতন কাল' লেখায় ভুলবশতঃ নিউটনের জায়গায় আইনষ্টাইন ছাপা হয়েছে। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

বিজয়ার বিপত্তি (২য় পাতার পর)

'খোচর' দেখলে খচে যায় ফাট্টির সাগরেদ। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হয় না। ঝোলা থেকে মোয়া নিয়ে ঝেড়ে দেয় ঝট্‌পট্, বিকট শব্দ, ধোঁয়ায় অন্ধকার।

বীরপুঙ্গব কনিষ্টগোপালদ্বয় 'আইব্বাস সামালকে' বলে ভুঁড়ি দুলিয়ে দে দৌড়! পুলিশকে আইন রক্ষার হুকুম দেয়া হয়েছে প্রাণ দিতে বলা হয়নি। ঘরে বিবিবাচ্চা আছে। তাদের দৌড় দেখে চ্যালারা খ্যা-খ্যা করে হাসছে।

গণেশ গলা নিচু করে বলল, "বেদিতে বেকার পাঁচপাঁচটা দিন মাটির অসুরের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে রইলে মা! এই নব্য অসুরগুলোর গতি করলে কী ক্ষতি হত?'

চণ্ডী আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে ত্রিশূলখানা নামিয়ে আনলেন। কপালের ওপর তৃতীয় নয়ন ঝলসে উঠল। দুজনকে দুখোঁচায় ভবপারে পাঠিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন জননী।

কার্তিক বলল, 'ঢের হয়েছে মা। দেখলে তো মর্তের কাণ্ডকারখানা! এবার চল।'

দুই তরুণী সঙ্গে রেখে কলকাতায় কোন রিস্‌ক নেয়া ঠিক নয়। পাঁচজনে আবার পায়েপায়ে গঙ্গায় নেমে গেলেন।

পরদিন পেপারে উঠল, 'বিজয়াকাণ্ডের পরিণাম, দুই সমাজবিরোধীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ।

ABRIDGE TENDER NOTICE NO. 9/ N.M.D. OF 2010 - 2011

Sealed tenders are invited by Sri S.N. Pal, I.F.S., Divisional Forest Officer, Nadia Murshidabad Division for CONSTRUCTION OF BUILDING FOR E.W.S. HOUSING SCHEME AT KRISHNAGAR RANGE (SURROUNDING BAHADURPUR PALASHGACHI BEAT) AND AT RANAGHAT RANGE (SURROUNDING DEBAGRAM FOREST OUTPOST) UNDER NADIA MURSHISABAD DIVISION, under terms and conditions set forth there under.

Tender should be submitted in sealed cover addressed to the name of Sri S.N. Pal, I.F.S., Divisional Forest Officer, Nadia Murshidabad Division, P.O. Krishnagar, Dist, Nadia, West Bengal , Pin code No. 741101 by Registered post or by hand. The date of submission application of Tender paper from 07/03/2011 to 09/03/2011. Date of receiving Tender paper is on 10/03/2011 & 11/03/2011. Last date of receiving Tender is on 15/03/2011 upto 2:00 p.m. and will be opened on the same date. For details information contact Divisional Forest Officer, Nadia Murshidabad Division, P.O. Krishnagar, Dist. Nadia.

Sd/-
Divisional Forest Officer
Nadia Murshidabad Division

Memo No.232(3)Inf/Msd. Date-25-2-11

ধুলিয়ান গার্লসে অন্য স্কুলের প্রোগ্রেস রিপোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কতটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এবারে বাৎসরিক পরীক্ষার রেজাল্ট কার্ডে। সাধারণ কোন বিষয়ে নম্বর যোগফল ভুল বা কোন বিষয়ের নম্বর বসানো হয়নি এই ছিল। কিন্তু এবার অন্য এক স্কুলের রেজাল্ট কার্ড ব্যবহার করল ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়। দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মোমিনা খাতুন ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং এই স্কুলে বর্তমানে পড়াশুনা করলেও তাকে রেজাল্ট কার্ড দেওয়া হল খামরা ভাবকি হাইস্কুলের। কেন রেজাল্ট কার্ড অন্য স্কুলের দেওয়া হলো তা জানতে এই প্রতিবেদক ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ে কয়েকদিন গেলেও প্রধান শিক্ষিকা বাসন্তী সরকারের দেখা পাওয়া যায়নি। অন্য শিক্ষিকারাও রিপোর্ট নিয়ে মুখ খোলেননি।

শ্রীকান্তবাটী পরীক্ষা কেন্দ্রের চিত্র আগের মতই

নিজস্ব সংবাদদাতা : মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকায় শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয় আজও বিতর্কিত। সেখানে পুলিশের সামনে বা একটু আড়ালে স্কুল বিল্ডিং-এর পেছনের জল পার হয়ে তিনতলা পর্যন্ত নকল সাপ্লাই অন্যান্য বছর যেমন হয়েছে এবারও ঠিক তেমনি হচ্ছে। কয়েকজন শিক্ষক আগেও যেমন নগ্নভাবে এতে মদত যুগিয়েছেন, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দায়িত্বরত পুলিশের সামনে এধরনের বেপরোয়া উৎশৃংখলতা চললেও তারা নীরব দর্শক। ৭ মার্চ অঙ্কের দিন এই কেন্দ্রের কি হাল হবে এই নিয়ে অভিভাবকরা চিন্তিত।

জঙ্গিপুর মহকুমার ছ'টি বিধানসভা আনলে (১ম পাতার পর)

এবার সামসেরগঞ্জ বিধানসভায় সিপিএমের বিধায়ক তোয়াব আলিই প্রার্থী থাকছেন। ওখানে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে দুই বিড়ি কোম্পানীর মালিক খলিলুর রহমান ও বাইরন বিশ্বাসের নাম প্রাধান্য পাচ্ছে। ফরাক্কা কেন্দ্রে কংগ্রেস বিধায়ক মাইনুল হকের প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষেত্রে নাম উঠে আসছে সিপিএমের আবুল হাসনাৎ খানের। তবে দলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে হাসনাতের আশা সফল হবে কিনা এটাও বড় প্রশ্ন। কেননা ঐ কেন্দ্রে নাকি নতুন মুখ আনার চেষ্টা চলছে বলে খবর। সাগরদীঘি বিধানসভা এবার সাধারণ সীট হয়ে যাওয়ায় প্রার্থী নিয়ে সিপিএম মহল এখনও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বলে খবর। তবে সেখদীঘি বা কাবিলপুর অঞ্চলের এক মুসলিম শিক্ষককে প্রার্থী নির্দিষ্ট করা হয়েছে বলে জানা যায়। ঐ কেন্দ্রটি সমঝোতায় তৃণমূলের দখলে থাকছে। সম্ভাব্য প্রার্থী সুব্রত সাহা।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই ফাল্গুন-বৈশাখের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !
পিছিয়ে পড়া গ্রামের মহিলাদের স্বাবলম্বন করার উদ্দেশ্যে N.G.O. সংস্থা "রঘুনাথগঞ্জ পরশমণি" ২০ বৎসরের চুক্তিতে ১০০০ পুরুষ ও মহিলাকে নিয়োগ করবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা – মাধ্যমিক থেকে শুরু। সময় – ৫ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত।
যোগাযোগ : ৯০০২৭৯৮৮৭২ / ৯৭৭৫১০২৮৩১ / ৯৭৩৫৫৯৭৬৫৯

সংখ্যালঘু লোন নিয়ে বেকারদের হয়রানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেকার সংখ্যালঘু যুবকদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম থেকে মেয়াদী ঋণের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি দৈনিকে প্রচার হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ৮ মার্চ '১১ মধ্যে নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্র জমা দেয়ার কথা বলা হয়। বলা হয় গ্রাম এলাকার আবেদনকারীদের পঞ্চায়েত দপ্তরে ও পুর এলাকার ক্ষেত্রে মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে ঐ আবেদন পত্র পাওয়া যাবে এবং ওখানে জমা দিতে হবে। কয়েকজন আবেদনকারীর অভিযোগ, ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর তারা নির্দিষ্ট অফিসে গেলে সেখানে তাদের হয়রান করা হচ্ছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ মার্চের মধ্যে ফরম জমা দেয়ার নির্দেশ থাকলেও মহকুমা শাসকের দপ্তর ৩ মার্চের পর আবেদনপত্র সংগ্রহের কথা জানায়। সরকারী কর্মীদের এই ধরনের অসহযোগিতায় বেকারদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা আসে।

ট্রান্সফর্মা চুরিতে জলের লাইন (১ম পাতার পর)

প্রায় টিউবওয়েলে জল উঠছে না। তাই জল কষ্ট দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, চুরি যাওয়া এলাকায় বছর দুয়েক আগেও ট্রান্সফর্মাটি চুরি যায়। বাকী দুটো ট্রান্সফর্মা পি.এইচ.ই-র কর্মীদের বাসস্থানের কাছে থাকায় সেগুলো এখন পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় আছে।

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !
অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে "দিশারী ওয়েলফেয়ার এণ্ড এডুকেশনাল ট্রাষ্ট" রঘুনাথগঞ্জ চুক্তির ভিত্তিতে ১০০০ কর্মী (পুরুষ ও মহিলা) নিয়োগ করিবে। শিক্ষাগত মান মাধ্যমিক থেকে তদউর্দ্ধ। শেষ তারিখ ২০শে মার্চ ২০১১। যোগাযোগ – ৯৪৭৪৯১০৮৮৪ / ৯৮০০২৫৬৭৩৮ / ৯৯৩৩০৫২৮৬৮

সদ্য নির্মিত স্কুল ছাদ ধসে পড়ুয়ারা আহত (১ম পাতার পর)

ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সে সময় তাঁর স্কুলের জন্য এগারো কুইন্ট্যাল ও ধনপতনগর ঝাঁকসু মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের জন্য এগারো কুইন্টাল চাল মঞ্জুর হয়। ভুলবশতঃ বাইশ কুইন্টাল চালই বাসুদেবপুর স্কুলে চলে যায়। সুযোগ বুঝে জাহাঙ্গীর ঐ বাড়তি এগারো কুইন্টাল চাল চাঁদপুরের এক ডিলারকে নাকি বিক্রী করে দেন। কিন্তু তাঁর এই কেলো কীর্তি ফাঁস হয়ে যায়। এ.বি.পি.টি.এ. করার সুবাদে ছ' কুইন্টাল চাল দিয়ে সে যাত্রা তিনি রেহাই পান।

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ
(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)
আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।
: জ্যোতিষ বিভাগে :
অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।
(অগ্রিম বুকিং করুন)
Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।